শ্রেষ্ঠ স্কুল ও কলেজ নির্বাচনের নীতিমালা

ভূমিকা

১। ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে লেখাপড়া। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সহপাঠমূলক কার্যক্রম তাদের মেধা ও মননের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে। এ লক্ষ্যে সেনানিবাস পাবলিক স্কুল ও কলেজসমূহের কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য সুস্থ প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম। সেনানিবাস পাবলিক স্কুল ও কলেজসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্কুল/কলেজ নির্বাচন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরী করার মাধ্যমে তাদের দেশের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এজন্য শ্রেষ্ঠ স্কুল ও কলেজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একাডেমিক ফলাফলের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমকে বিবেচনায় আনা একান্ত প্রয়োজন। তাই শ্রেষ্ঠ স্কুল ও কলেজ নির্বাচনের তালিকা তৈরি করে উভয় ক্ষেত্রে পৃথকভাবে শ্রেষ্ঠ স্কুল/কলেজ নির্বাচন করা যেতে পারে।

২। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী দুটি ভিন্ন স্তরের হওয়ায় শ্রেষ্ঠ স্কুল ও কলেজ পৃথকভাবে নির্বাচন করা বাঞ্চনীয়। এজন্যই প্রণীত নীতিমালায় স্কুল ও কলেজ সমূহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা প্রদত্ত হলো।

উদ্দেশ্য

৩। সেনানিবাস পাবলিক স্কুল ও কলেজসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্কুল ও কলেজ নির্বাচনের নীতিমালা প্রণয়ন করা।

বর্ণনাক্রম

৪। বোঝার সুবিধার্থে বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা হলো ঃ

ক। বিবেচ্য বিষয়
খ। শ্রেষ্ঠ স্কুল নির্বাচন পদ্ধতি
গ। শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচন পদ্ধতি
ঘ। উপসংহার

বিবেচ্য বিষয়

৫। নীতিমালাটি তৈরি করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে ঃ

ক। সরকার কর্তৃক প্রণীত ফলাফল নীতিমালা বিবেচনায় আনা হবে।
খ। একাডেমিক ফলাফলের পাশাপাশি শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্ত করা।
গ। শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের জন্য আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের প্রতিযোগিতাকে এবং জাতীয়পর্যায়ে (সরকারীভাবে আয়োজিত বা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত)/ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতাকে বিবেচনায় নেয়া।
ঘ। স্কুল ও কলেজের জন্য আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ স্কুল ও শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচন করা।
ঙ। সর্বমোট ১০০ নম্বরে মূল্যায়ণ। ৭০ নম্বর ফলাফলের ভিত্তিতে এবং ৩০ নম্বর শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের ভিত্তিতে নির্ধারণ।

শ্রেষ্ঠ স্কুল নির্বাচন পদ্ধতি

৬। শ্রেষ্ঠ স্কুল নির্বাচনের জন্য ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথমে ১০০ নম্বরে মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বরকে ৭০ নম্বরের মধ্যে রূপান্তর করতে হবে। ১০০ নম্বরে মূল্যায়নে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে ঃ

ক। এস এস সি	ঃ	৫০
খ। জে এস সি	ঃ	৩০
গ। পি ই সি ই	ঃ	২০
মোট	ঃ	১০০

যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পিইসিই পরীক্ষা প্রযোজ্য নয় সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এসএসসি ও জেএসসি-তে মোট (৫০+৩০) = ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরকে ৭০ নম্বরের মধ্যে রূপান্তর করতে হবে।

পরীক্ষার্থী সংখ্যার জন্য নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ প্রদত্ত সূত্র ব্যবহার করে প্রাপ্ত নম্বর বের করতে হবে। তবে-

- যদি কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যার গড় থেকে বেশি হয় সেক্ষেত্রে পিইসিই/জেএসসি/এসএসসি এর ক্ষেত্রে সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যার গড় থেকে অতিরিক্ত প্রতি ৫০ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর জন্য ০.১ নম্বর বোনাস হিসেবে যুক্ত হবে।
- কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যতই হউক না কেন সর্বনিম্ন অর্জিত নম্বর পিইসিই এর ক্ষেত্রে ২, জেএসসি/ এস.এস.সির ক্ষেত্রে ২.৫ হবে।

(১) এসএসসি = ৫০ নম্বর

(A) নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য = ১২

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $A = \frac{\text{নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}}{\text{রেজিষ্টার্ড ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা}} \times ১২$

(B) উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর জন্য = ১৫ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $B = \frac{\text{উত্তীর্ণ নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}}{\text{নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}} \times ১৫$

(C) জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্তির জন্য = ১৮ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $C = \frac{\text{মোট জিপিএ-৫.০০ প্রাপ্তির সংখ্যা}}{\text{নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}} \times ১৮$

(D) মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যার জন্য = ০৫ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $D = \frac{\text{নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}}{\text{সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষার্থী সংখ্যার গড়}} \times ৫$

যেমন ঃ কোন প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্টার্ড ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (R) =৫১০ জন
নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (RE) = ৫০০ জন
উত্তীর্ণ নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (P) = ৪৫০ জন
জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (G 5) = ৩০০ জন
সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষার্থী সংখ্যার গড় (AE) = ৫৫০ জন
উক্ত প্রতিষ্ঠানের এস এস সি'র জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হবে-

$A = \frac{RE}{R} \times ১২ = \frac{৫০০}{৫১০} \times ১২ = ১১.৭৬৪$

$B = \frac{P}{RE} \times ১৫ = \frac{৪৫০}{৫০০} \times ১৫ = ১৩.৫০০$

$C = \frac{G5}{RE} \times ১৮ = \frac{৩০০}{৫০০} \times ১৮ = ১০.৮০০$

$D = \frac{RE}{AE} \times ৫ = \frac{৫০০}{৫৫০} \times ৫ = ৪.৫৪৫$

এস.এস.সি'র জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর = A+B+C+D
= ১১.৭৬৪ + ১৩.৫০০ + ১০.৮০০ + ৪.৫৪৫
= ৪০.৬০৯

(২) জেএসসি = ৩০ নম্বর

(A) উত্তীর্ণ মোট পরীক্ষার্থীর জন্য = ১৫ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $A = \frac{\text{উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}}{\text{নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}} \times ১৫$

(B) জিপিএ-৫.০০ প্রাপ্তির জন্য = ১০ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $B = \frac{\text{মোট জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা}}{\text{নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}} \times ১০$

(C) মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যার জন্য = ০৫ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $C = \frac{\text{নিয়মিত জেএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}}{\text{সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিব স্কুল ও কলেজের নিয়মিত জেএসসি পরীক্ষার্থী সংখ্যার গড়}} \times ৫$

যেমন: কোন প্রতিষ্ঠানের জে এস সি পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (RE) = ৩০০ জন
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (P) = ২৯০ জন
জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (G 5) = ১৫০ জন
সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের নিয়মিত জেএসসি পরীক্ষার্থী সংখ্যার গড় (AE) = ২০০ জন
উক্ত প্রতিষ্ঠনের জে এস সি'র জন্য প্রাপ্ত নম্বর হবে-

$A = \frac{P}{RE} \times ১৫ = \frac{২৯০}{৩০০} \times ১৫ = ১৪.৫০০$

$B = \frac{G5}{RE} \times ১০ = \frac{১৫০}{৩০০} \times ১০ = ৫.০০০$

C = ৫+ ০.১(২০১-২৫০)+০.১(২৫১-৩০০)= ৫.২(যেহেতু নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সকল প্রতিষ্ঠানের গড় থেকে বেশি)
জে এস সি'র জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর = A + B + C
= ১৪.৫০০+৫.০০০+৫.২
= ২৪.৭০০

(৩) পি ই সি ই = ২০ নম্বর

(A) উত্তীর্ণ মোট পরীক্ষার্থীর জন্য = ১০ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $A = \frac{\text{মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}}{\text{নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}} \times ১০$

(B) জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্তির জন্য = ৬ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $B = \frac{\text{মোট জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্তির সংখ্যা}}{\text{নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}} \times ৬$

(C) মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যার জন্য = ৪ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $C = \frac{\text{নিয়মিত পিইসিই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}}{\text{সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের নিয়মিত পিইসিই পরীক্ষার্থী সংখ্যার গড়}} \times ৪$

<u>যেমন</u>: কোন প্রতিষ্ঠানের পি ই সি ই পরীক্ষায়
নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (RE) = ১২০ জন
উত্তীর্ন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (P) = ১১০ জন
জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (G5) = ১০০ জন
সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের নিয়মিত পিইসিই পরীক্ষার্থী সংখ্যার গড় = ৩০০ জন
উক্ত প্রতিষ্ঠানের পি ই সি ই'র জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হবে-

$A = \frac{P}{RE} \times ১০ = \frac{১১০}{১২০} \times ১০ = ৯.১৬৬$

$B = \frac{G5}{RE} \times ৬ = \frac{১০০}{১২০} \times ৬ = ৫.০০০$

$C = \frac{RE}{AE} \times ৪ = \frac{১২০}{৩০০} \times ৪ = ১.৬ \cong ২$ (যেহেতু পিইসিই'এর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন অর্জিত নম্বর ২)

পি, ই, সি, ই,'র জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর = A + B + C
= ৯.১৬৬ + ৫.০০০ + ২
= ১৬.১৬৬

ফলাফলের ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত নম্বর ঃ
এস এস সি'তে প্রাপ্ত নম্বর = ৪০.৬০৯
জে এস সি'তে প্রাপ্ত নম্বর = ২৪.৭০০
পি ই সি ই'তে প্রাপ্ত নম্বর = ১৬.১৬৬

১০০ নম্বরে মোট প্রাপ্ত নম্বর = ৪০.৬০৯ + ২৪.৭০০+ ১৬.১৬৬ = ৮১.৪৭৫

সুতরাং ৭০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর হবে = $\frac{৮১.৪৭৫}{১০০} \times ৭০ = ৫৭.০৩২$

৭। ক। আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল সহপাঠ কার্যক্রম প্রতিযোগিতায় : ০৮ নম্বর
(সেনাসদরের অনুমোদন সাপেক্ষে)

(১) বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফলাফলের জন্য ০৪ নম্বর
(২) সাধারন জ্ঞান প্রতিযোগিতার ফলাফলের জন্য ০২ নম্বর
(৩) গণিত অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার ফলাফলের জন্য ০২ নম্বর

<u>বিতর্ক প্রতিযোগিতার মানবন্টন নিম্নরূপ ঃ</u>

ক।	আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা	০২ নম্বর	
খ।	কোয়ার্টার ফাইনাল	০১ নম্বর	কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হবে।
গ।	সেমি ফাইনাল	০.৫ নম্বর	
ঘ।	ফাইনাল	০.৫ নম্বর	

আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় নম্বর বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পজিশন অনুযায়ী নম্বর প্রদান করা হবে।

ক্রমিক	পজিশন	নম্বর
১.	১ম	২.০
২.	২য়	১.৭৫
৩.	৩য়	১.৫০
৪.	৪র্থ	১.২৫
৫.	৫ম	১.০
৬.	৬ষ্ঠ	০.৭৫
৭.	৭ম	০.৫০
৮.	৮ম	০.২৫

কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল, ফাইনাল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত নম্বরকে ১০০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করে তা প্রদেয় Weightage এ রূপান্তর করতে হবে।

<u>সাধারণ জ্ঞান</u> ঃ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় নির্ণয় করে তা প্রদেয় Weightage এ রূপান্তর করতে হবে। যেমন : কোন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ৫০ নম্বরে প্রাপ্ত গড় নম্বর ৪০। সাধারন জ্ঞানের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ০২।

সুতরাং সাধারন জ্ঞানের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত নম্বর = $\frac{৪০\times২}{৫০}$ = ১.৬।

<u>গণিত অলিম্পিয়াড</u> ঃ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় নির্ণয় করে তা প্রদেয় Weightage এ রূপান্তর করতে হবে। যেমন : কোন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ৫০ নম্বরে প্রাপ্ত গড় নম্বর ৪৫। গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ০২।
সুতরাং গণিত অলিম্পিয়াড এর জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত নম্বর = $\frac{৪৫\times২}{৫০}$ = ১.৮।

<u>প্রতিযোগিতার গ্রুপ বন্টন</u> : আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সমতা বিধানের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ের বিতর্ক/সাধারন জ্ঞান/গণিত অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতাসমূহে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী গ্রুপ বন্টন করা যেতে পারে-

গ্রুপ ক	গ্রুপ খ	গ্রুপ গ	গ্রুপ ঘ
আদমজী	চট্টগ্রাম	রংপুর	সাভার
শহীদ আনোয়ার	হালিশহর	সৈয়দপুর	যশোর
মিরপুর	বান্দরবান	পার্বত্যপুর	খুলনা
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস	খাগড়াছড়ি	বগুড়া	ময়মনসিংহ
রমিজ উদ্দিন	ইস্পাহানী	রাজশাহী	ঘাটাইল
রাজেন্দ্রপুর	সিলেট	কাদিরাবাদ	জিরাবো
নির্ঝর		লালমনিরহাট	গাজীপুর

- গণিত অলিম্পিয়াড ও সাধারন জ্ঞান প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ না করে শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে।

খ। সেনাসদর কর্তৃক আয়োজিত সেনানিবাস পাবলিক স্কুল সমূহের মধ্যে বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন : রচনা, চিত্রাংকন ইত্যাদি ঃ ০১ নম্বর (সর্বোচ্চ)
প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের জন্য অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নম্বর গণনার নিয়ম হবে নিম্নরূপ ঃ

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রাপ্ত নম্বর = $\frac{\text{প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত নম্বর}}{\text{মোট নম্বর}}$ × ১

যেমন কোন প্রতিষ্ঠান রচনা প্রতিযোগিতায় ১০০ নম্বরে ৮০ নম্বর পেল। এক্ষেত্রে

রচনার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত নম্বর = $\frac{৮০}{১০০}\times১ = ০.৮$

কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহণের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের গড়মান হিসাব করতে হবে, তবে গড়মান কোনক্রমেই ০১ এর অধিক হবে না। নম্বর প্রদান না করে পজিশন ঘোষণা করা হলে কোন বিষয়ে ১ম স্থান অর্জনকারী ০.৫ নম্বর, ২য় স্থান অর্জনকারী ০.৪ নম্বর, ৩য় স্থান অর্জনকারী ০.৩ নম্বর, ৪র্থ স্থান অর্জনকারী ০.২ নম্বর এবং ৫ম স্থান অর্জনকারী ০.১ নম্বর পাবে।

গ। জাতীয় পর্যায়ে (সরকার কর্তক আয়োজিত) শুধুমাত্র বিটিভি কর্তৃক প্রচারিত বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, মৌসুমী প্রতিযোগিতা, জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা , শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সহপাঠ কার্যক্রম প্রতিযোগিতায় স্থান ঃ ০৫ নম্বর (সর্বোচ্চ)
এসব প্রতিযোগিতার নম্বর জানা সম্ভব হয় না বিধায় প্রাপ্ত স্থানের ভিত্তিতে নম্বর গণনা করা হবে। (দলগত প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে ১ম স্থান : ০২, ২য় স্থান : ১.৫ এবং ৩য় স্থান : ১ নম্বর এবং শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন দল থানা/উপজেলা পর্যায়ে ০.২৫ নম্বর, মহানগর/ জেলা পর্যায়ে ০.৫ নম্বর এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ০.৭৫ নম্বর পাবে। একক প্রতিযোগিতায় প্রতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থান অর্জনের জন্য থানা/উপজেলা পর্যায়ে ০.১ নম্বর, মহানগর/ জেলা পর্যায়ে ০.২ নম্বর, বিভাগীয় পর্যায়ে ০.৩ নম্বর এবং জাতীয় পর্যায়ে ০.৫ নম্বর পাবে।)
কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করলে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল হিসাব করতে হবে। তবে যোগফল কোনক্রমেই ০৫ এর অধিক হবে না।

ঘ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন : International Earth Science Olympiad, Asian Pacific Astronomy Olympiad, International Olympiad on Astronomy and Astro Pysics, Inspire > Aspire Poster Competition,The Queens Commonwealth Essay Compitition, The Duke of the Edinburgh International Award Program ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অর্জিত স্থান ঃ ০৩ নম্বর (সর্বোচ্চ)

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার নম্বর জানা সম্ভব হয় না বিধায় প্রাপ্ত স্থানের ভিত্তিতে নম্বর গণনা করা হবে। (১ম স্থান: ০২, ২য় স্থান: ১.৫ এবং ৩য় স্থান: ১ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করলে ০.৫ নম্বর পাবে)।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করলে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল হিসাব করতে হবে। তবে যোগফল কোনক্রমেই ০৩ এর অধিক হবে না।

ঙ। বিএনসিসি/রোভার /বয়েজ স্কাউট/কাব স্কাউট/রেঞ্জার /গার্ল গাইডস/হলদে পাখি/রেড ক্রিসেন্ট ০৩ নম্বর (সর্বোচ্চ)
(প্রতিটি সক্রিয় সংগঠনের জন্য ০.২৫ নম্বর করে পাবে। জাতীয় পর্যায়ে কোন অর্জন থাকলে প্রতিটি অর্জনের জন্য ০.২৫ নম্বর এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিটি অর্জনের জন্য ০.৫ নম্বর পাবে। তবে যোগফল কোনক্রমেই ০৩ এর অধিক হবে না।)

চ। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে অর্জন ঃ ০৩ নম্বর (সর্বোচ্চ)
জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হলে ৩ নম্বর, বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হলে ২.৫ নম্বর, জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হলে ২ নম্বর ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হলে ১ নম্বর পাবে। বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি অর্জনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ০.২, বিভাগীয় পর্যায়ে ০.১৫ নম্বর, জেলা পর্যায়ে ০.১নম্বর, উপজেলা পর্যায়ে ০.০৫ নম্বর পাবে। তবে যোগফল কোনক্রমেই ০৩ এর অধিক হবে না।

ছ। Math/Physics/ Chemistry/ Botany/Zoology Olympiad, ভাষা প্রতিযোগ, জাতীয় গণিত উৎসব, Spelling Bee, National Earth Olympiad, National Astronomical Olympiad ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় স্থান ঃ ০৩ নম্বর (সর্বোচ্চ)
এসব প্রতিযোগিতার নম্বর জানা সম্ভব হয় না বিধায় প্রাপ্ত স্থানের ভিত্তিতে নম্বর গণনা করা হবে। (দলগত প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে ১ম স্থান : ১.৫, ২য় স্থান : ১.২৫ এবং ৩য় স্থান : ১ নম্বর এবং শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন দল থানা/উপজেলা পর্যায়ে ০.২৫ নম্বর, মহানগর/ জেলা পর্যায়ে ০.৫ নম্বর এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ০.৭৫ নম্বর পাবে। একক প্রতিযোগিতায় প্রতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থান অর্জনের জন্য থানা/উপজেলা পর্যায়ে ০.১ নম্বর, মহানগর/ জেলা পর্যায়ে ০.২ নম্বর, বিভাগীয় পর্যায়ে ০.৩ নম্বর এবং জাতীয় পর্যায়ে ০.৫ নম্বর পাবে।)
কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করলে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল হিসাব করতে হবে। তবে যোগফল কোনক্রমেই ০৩ এর অধিক হবে না।

জ। ম্যাগাজিন প্রকাশ ০৪ নম্বর
ম্যাগাজিন প্রকাশনার জন্য প্রকাশকাল ও মানগত দিক মূল্যায়ন করে নিম্নোক্তভাবে নম্বর বন্টন করা হবে ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	প্রদত্ত নম্বর
ক।	৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশ হলে	০১
	১৫ নভেম্বরের মধ্যে প্রকাশ হলে	০.৫
	১৫ নভেম্বরের পর প্রকাশ হলে	০০
খ।	আর্টিকেল এর মান	০১
গ।	বিষয় বৈচিত্র ও আলোকচিত্রের মান	০১
ঘ।	প্রচ্ছদ ও ডিজাইন	০.৫
ঙ।	নির্ভুলতা	০.৫

- ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ অবশ্যই ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা হতে হবে এবং কোন বিজ্ঞাপন নেয়া যাবে না। অন্যথা হলে প্রতি ক্ষেত্রে ০.৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

মোট ঃ ৩০ নম্বর

বিঃ দ্রঃ ১। স্কুল পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র স্কুল সেকশনের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে।

২। একই বিষয়ের একই গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতার ফলাফল স্কুল ও কলেজ উভয় ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা যাবে না।

৩। এস এস সি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ফলাফল বিবেচিত হবে না।

৪। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের জন্য শূন্য জিপিএ ধরে গণনা করা হবে।

৫। অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদেরকে অকৃতকার্য হিসাবে গণ্য করে শূন্য জিপিএ ধরে হিসাব করা হবে।

৬। বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক স্কুল বিবরণী পাঠানোর সময় টেবুলেশন সীটের সত্যায়িত কপি এবং সহপাঠ কার্যক্রমের জন্য সেনাসদরের ফলাফল সীট এবং জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সনদপত্র বা ভিডিও ক্যাসেট জমা দিতে হবে।

৭। যে কোন গণনা ও হিসাবের ক্ষেত্রে দশমিকের পর তিন ঘর পর্যন্ত সংখ্যা বিবেচনায় নেয়া হবে।

ফলাফল গণনা

৮। উপরে বর্ণিত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ নম্বরধারীকে স্কুলকে শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ক্রমানুযায়ী অন্যান্য স্থান নির্ধারণ করা হবে। একাধিক স্কুল একই নম্বর পেলে (টাই হলে) অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭ এ বর্ণিত ইভেন্টের ক্রমানুযায়ী টাই ব্রেক করে স্থান নির্ধারণ করা হবে। একাডেমিক ফলাফল ও সহপাঠ কার্যক্রমসহ একটি তালিকা এবং শুধু একাডেমিক ফলাফলের ভিত্তিতে একটি তালিকা তৈরী করে উভয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্কুল নির্বাচন করা হবে এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানকে সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক পদক ও সনদ প্রদান করা যেতে পারে। ফলাফল গণনার সুবিধার্থে একটি ছক ক্রোড়পত্র ‘ক’ এ দেয়া হলো।

শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচন পদ্ধতি

৯। শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথমে ১০০ নম্বরে মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বরকে ৭০ তে রূপন্তর করতে হবে।

পরীক্ষার্থী সংখ্যার জন্য নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ প্রদত্ত সূত্রে ব্যবহার করে প্রাপ্ত নম্বর বের করতে হবে। তবে -

- যদি কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যার গড় থেকে বেশি হয় সেক্ষেত্রে এইচএসসি এর ক্ষেত্রে সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যার গড় থেকে অতিরিক্ত প্রতি ১০০ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর জন্য ০.১ নম্বর বোনাস হিসেবে যুক্ত হবে।
- কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যতই হউক না কেন সর্বনিম্ন অর্জিত নম্বর এইচএসসির ক্ষেত্রে ৫ হবে।

এইচ এস সি = **১০০ নম্বর**

(A) নিয়মিত পরীক্ষার্থীর জন্য = ২৫ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $A = \frac{\text{নিয়মিত পরীক্ষার্থী র সংখ্যা}}{\text{রেজি স্ট ার্ড ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা}} \times ২৫$

(B) উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর জন্য = ৩০ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $B = \frac{\text{উত্তীর্ণ নিয়মিত পরীক্ষার্থী র সংখ্যা}}{\text{নিয়মিত পরীক্ষার্থী র সংখ্যা}} \times 30$

(C) জি পি এ ৫.০০ প্রাপ্তির জন্য = ৩০ নম্বর

নম্বরপ্রদানের নিয়ম ঃ $C \frac{\text{মোট জি পি এ ৫.০০ প্রাপ্তির সংখ্যা}}{\text{নিয়মিত পরীক্ষার্থী র সংখ্যা}} \times ৩৫$

(D) মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যার জন্য = ১০ নম্বর

নম্বর প্রদানের নিয়ম ঃ $D = \frac{\text{নিয়মিত এইচ এস সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা}}{\text{সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের নিয়মিত এইচএসসি পরীক্ষার্থী সংখ্যার গড়}} \times ১০$

যেমন : কোন প্রতিষ্ঠানের

রেজিষ্টার্ড ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (R) = ৬৪২ জন

নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (RE) = ৬২৬ জন

উত্তীর্ন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (P) = ৬২০ জন

জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (G 5) = ৩০৯ জন ।

সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের নিয়মিত এইচএসসি পরীক্ষার্থী সংখ্যার গড় (AE) = ৬৫০ জন।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের এইচ এস সি'র জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হবে-

$A = \frac{RE}{R} \times ২৫ = \frac{৬২৬}{৬৪২} \times ২৫ = ২৪.৩৭৬$

$B = \frac{p}{RE} \times ৩০ = \frac{৬২০}{৬২৬} \times ৩০ = ২৯.৭১২$

$C = \frac{G5}{RE} \times ৩৫ = \frac{৩০৯}{৬২৬} \times ৩৫ = ১৭.২৭৬$

$D = \frac{RE}{AE} \times ১০ = \frac{৬২৬}{৬৫০} \times ১০ = ৯.৬৩০$

এইচ, এস, সি,'র জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর = A + B + C +D

= ২৪.৩৭৬ + ২৯.৭১২ + ১৭.২৭৬+৯.৬৩০

= ৮০.৯৯৪

ফলাফলের ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত নম্বর ঃ

১০০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর = ৮০.৯৯৪

সুতরাং ৭০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর = $\frac{৮০.৯৯৪}{১০০} \times ৭০ = ৫৬.৬৯৫$

- যদি সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের নিয়মিত এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যার গড় (AE) =৪৫০ জন হয়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যার জন্য প্রাপ্ত নম্বর হবে D= ১০+০.১ (৪৫১-৫৫০)+০.১ (৫৫১-৬৫০)=১০.২ (যেহেতু নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সকল প্রতিষ্ঠানের গড় থেকে বেশি।)

- যদি সকল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের নিয়মিত এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যার গড় (AE) =১৩০০ জন হয়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যার জন্য প্রাপ্ত নম্বর হবে D = $\frac{RE}{AE}\times ১০ = \frac{৬২৬}{১৩০০}\times ১০ = ৪.৮১ \cong$ ৫ (যেহেতু এইচ এসসি'র ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন অর্জিত নম্বর ৫)

১০। ক। আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল সহপাঠ কার্যক্রম প্রতিযোগিতায় : ০৮ নম্বর
(সেনাসদরের অনুমোদন সাপেক্ষে)

(১) বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফলাফলের জন্য ০৪ নম্বর
(২) সাধারন জ্ঞান প্রতিযোগিতার ফলাফলের জন্য ০২ নম্বর
(৩) গণিত অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার ফলাফলের জন্য ০২ নম্বর

<u>বিতর্ক প্রতিযোগিতার মানবন্টন নিম্নরূপ ঃ</u>

ক। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা ০২ নম্বর
খ। কোয়ার্টার ফাইনাল ০১ নম্বর
গ। সেমি ফাইনাল ০.৫ নম্বর } কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হবে।
ঘ। ফাইনাল ০.৫ নম্বর

আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় নম্বর বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পজিশন অনুযায়ী ওয়েটেজ প্রদান করা হবে।

ক্রমিক	পজিশন	ওয়েটেজ
১.	১ম	২.০
২.	২য়	১.৭৫
৩.	৩য়	১.৫০
৪.	৪র্থ	১.২৫
৫.	৫ম	১.০
৬.	৬ষ্ঠ	০.৭৫
৭.	৭ম	০.৫০
৮.	৮ম	০.২৫

কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল, ফাইনাল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত নম্বরকে ১০০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করে তা প্রদেয় Weightage এ রূপান্তর করতে হবে।

<u>সাধারণ জ্ঞান</u> ঃ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় নির্ণয় করে তা প্রদেয় Weightage এ রূপান্তর করতে হবে। যেমন : কোন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ৫০ নম্বরে প্রাপ্ত গড় নম্বর ৪০। সাধারন জ্ঞানের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ০২।

সুতরাং সাধারন জ্ঞানের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত নম্বর = $\frac{৪০\times২}{৫০}$ = ১.৬।

<u>গণিত অলিম্পিয়াড</u> ঃ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় নির্ণয় করে তা প্রদেয় Weightage এ রূপান্তর করতে হবে। যেমন : কোন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ৫০ নম্বরে প্রাপ্ত গড় নম্বর ৪৫। গণিত অলিম্পিয়াড়ের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ০২।

সুতরাং গণিত অলিম্পিয়াড এর জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত নম্বর = $\frac{৪৫\times২}{৫০}$ = ১.৮।

<u>প্রতিযোগিতার গ্রুপ বন্টন</u> : আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সমতা বিধানের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ের বিতর্ক/সাধারন জ্ঞান/গণিত অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতাসমূহ: নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী গ্রুপ বন্টন করা যেতে পারে।

গ্রুপ ক	গ্রুপ খ	গ্রুপ গ	গ্রুপ ঘ
আদমজী	চট্টগ্রাম	রংপুর	সাভার
শহীদ আনোয়ার	হালিশহর	সৈয়দপুর	যশোর
মিরপুর	বান্দরবান	পার্বত্যপুর	খুলনা
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস	খাগড়াছড়ি	বগুড়া	ময়মনসিংহ
রমিজ উদ্দিন	ইস্পাহানী	কাদিরাবাদ	ঘাটাইল
রাজেন্দ্রপুর	সিলেট	লালমনিরহাট	গাজীপুর

- গণিত অলিম্পিয়াড ও সাধারন জ্ঞান প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ না করে শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে।

খ। সেনাসদর কর্তৃক আয়োজিত সেনানিবাস কলেজ সমূহের মধ্যে বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন : রচনা, চিত্রাংকন ইত্যাদি ঃ ০১ নম্বর (সর্বোচ্চ)
প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের জন্য অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নম্বর গণনার নিয়ম হবে নিম্নরূপ ঃ

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রাপ্ত নম্বর = $\frac{\text{প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত নম্বর}}{\text{মোট নম্বর}}\times ১$

যেমন কোন প্রতিষ্ঠান রচনা প্রতিযোগিতায় ১০০ নম্বরে ৮০ নম্বর পেল। এক্ষেত্রে

রচনার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত নম্বর = $\frac{৮০}{১০০} \times ১ = ০.৮$

কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহণের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের গড়মান হিসাব করতে হবে, তবে গড়মান কোনক্রমেই ০১ এর অধিক হবে না। নম্বর প্রদান না করে পজিশন ঘোষণা করা হলে কোন বিষয়ে ১ম স্থান অর্জনকারী ০.৫ নম্বর, ২য় স্থান অর্জনকারী ০.৪ নম্বর, ৩য় স্থান অর্জনকারী ০.৩ নম্বর, ৪র্থ স্থান অর্জনকারী ০.২ নম্বর এবং ৫ম স্থান অর্জনকারী ০.১ নম্বর পাবে।

গ। জাতীয় পর্যায়ে (সরকার কর্তক আয়োজিত) শুধুমাত্র বিটিভি কর্তৃক প্রচারিত বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, মৌসুমী প্রতিযোগিতা, জাতীয় শিশু পুরষ্কার প্রতিযোগিতা এবং শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সহপাঠ কার্যক্রম প্রতিযোগিতায় স্থান ঃ ০৫ নম্বর (সর্বোচ্চ)

এসব প্রতিযোগিতার নম্বর জানা সম্ভব হয় না বিধায় প্রাপ্ত স্থানের ভিত্তিতে নম্বর গণনা করা হবে। (দলগত প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে ১ম স্থান : ০২, ২য় স্থান : ১.৫ এবং ৩য় স্থান : ১ নম্বর এবং শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন দল থানা/উপজেলা পর্যায়ে ০.২৫ নম্বর, মহানগর/জেলা পর্যায়ে ০.৫ নম্বর এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ০.৭৫ নম্বর পাবে। একক প্রতিযোগিতায় প্রতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থান অর্জনের জন্য থানা/উপজেলা পর্যায়ে ০.১ নম্বর, মহানগর/জেলা পর্যায়ে ০.২ নম্বর, বিভাগীয় পর্যায়ে ০.৩ নম্বর এবং জাতীয় পর্যায়ে ০.৫ নম্বর পাবে।)

কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করলে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল হিসাব করতে হবে। তবে যোগফল কোনক্রমেই ০৫ এর অধিক হবে না।

ঘ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন:International Earth Science Olympiad, Asian Pacific Astronomy Olympiad, International Olympiad on Astronomy and Astro Pysics, Inspire > Aspire Poster Competition,The Queens Commonwealth Essay Compitition, The Duke of the Edinburgh International Award Program ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অর্জিত স্থান ঃ ০৩ নম্বর (সর্বোচ্চ)

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার নম্বর জানা সম্ভব হয় না বিধায় প্রাপ্ত স্থানের ভিত্তিতে নম্বর গণনা করা হবে। ১ম স্থান: ০২, ২য় স্থান: ১.৫ এবং ৩য় স্থান: ১ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করলে ০.৫ নম্বর পাবে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করলে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল হিসাব করতে হবে। তবে যোগফল কোনক্রমেই ০৩ এর অধিক হবে না।

ঙ। বিএনসিসি/রোভার/বয়েজ স্কাউট/কাব স্কাউট/রেঞ্জার/গার্ল গাইডস /হলদে পাখি/রেড ক্রিসেন্ট ০৩ নম্বর (সর্বোচ্চ)
(প্রতিটি সক্রিয় সংগঠনের জন্য ০.২৫ নম্বর করে পাবে। জাতীয় পর্যায়ে কোন অর্জন থাকলে প্রতিটি অর্জনের জন্য ০.২৫ নম্বর এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিটি অর্জনের জন্য ০.৫ নম্বর পাবে। তবে যোগফল কোনক্রমেই ০৩ এর অধিক হবে না।)

চ। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে অর্জন ঃ ০৩ নম্বর (সর্বোচ্চ)

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হলে ৩ নম্বর, বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হলে ২.৫ নম্বর, জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হলে ২ নম্বর ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হলে ১ নম্বর পাবে। বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি অর্জনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ০.২, বিভাগীয় পর্যায়ে ০.১৫ নম্বর, জেলা পর্যায়ে ০.১ নম্বর, উপজেলা পর্যায়ে ০.০৫ নম্বর পাবে। তবে যোগফল কোনক্রমেই ০৩ এর অধিক হবে না।

ছ। Math/Physics/Chemistry/Botany/Zoology Olympiad, ভাষা প্রতিযোগ, জাতীয় গণিত উৎসব, Spelling Bee, National Earth Olympiad, National Astronomical Olympiad ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় স্থানঃ ০৩ নম্বর(সর্বোচ্চ)

এসব প্রতিযোগিতার নম্বর জানা সম্ভব হয় না বিধায় প্রাপ্ত স্থানের ভিত্তিতে নম্বর গণনা করা হবে। (দলগত প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে ১ম স্থান : ১.৫, ২য় স্থান : ১.২৫ এবং ৩য় স্থান : ১ নম্বর এবং শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন দল থানা/উপজেলা পর্যায়ে ০.২৫ নম্বর, মহানগর/ জেলা পর্যায়ে ০.৫ নম্বর এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ০.৭৫ নম্বর পাবে। একক প্রতিযোগিতায় প্রতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থান অর্জনের জন্য থানা/উপজেলা পর্যায়ে ০.১ নম্বর, মহানগর/জেলা পর্যায়ে ০.২ নম্বর, বিভাগীয় পর্যায়ে ০.৩ নম্বর এবং জাতীয় পর্যায়ে ০.৫ নম্বর পাবে।)

কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করলে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল হিসাব করতে হবে। তবে যোগফল কোনক্রমেই ০৩ এর অধিক হবে না।

জ। ম্যাগাজিন প্রকাশ ০৪ নম্বর

ম্যাগাজিন প্রকাশনার জন্য প্রকাশকাল ও মানগত দিক মূল্যায়ন করে নিম্নোক্তভাবে নম্বর বন্টন করা হবেঃ

ক্রমিক	বিবরণ	প্রদত্ত নম্বর
ক।	৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশ হলে	০১
	১৫ নভেম্বরের মধ্যে প্রকাশ হলে	০.৫
	১৫ নভেম্বরের পর প্রকাশ হলে	০০
খ।	আর্টিকেল এর মান	০১
গ।	বিষয় বৈচিত্র ও আলোকচিত্রের মান	০১
ঘ।	প্রচ্ছদ ও ডিজাইন	০.৫
ঙ।	নির্ভুলতা	০.৫

- ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ অবশ্যই ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা হতে হবে এবং কোন বিজ্ঞাপন নেয়া যাবে না। অন্যথা হলে প্রতি ক্ষেত্রে ০.৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

মোট ঃ ৩০ নম্বর

বিঃ দ্রঃ

১। কলেজ পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র কলেজ সেকশনের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে।

২। একই বিষয়ের একই গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতার ফলাফল স্কুল ও কলেজ উভয় ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা যাবে না।

৩। এইচ এস সি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ফলাফল বিবেচিত হবে না।

৪। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের জন্য শূন্য জিপিএ ধরে গণনা করা হবে।

৫। আংশিক বিষয় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদেরকে অকৃতকার্য হিসাবে গণ্য করে শূন্য জিপিএ ধরে হিসাব করা হবে।

৬। বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক কলেজ বিবরণী পাঠানোর সময় টেবুলেশন সীটের সত্যায়িত কপি এবং সহপাঠ কার্যক্রমের জন্য সেনাসদরের ফলাফল সীট এবং জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সনদপত্র বা ভিডিও ক্যাসেট জমা দিতে হবে।

৭। যে কোন গণনা ও হিসাবের ক্ষেত্রে দশমিকের পর তিন ঘর পর্যন্ত সংখ্যা বিবেচনায় নেয়া হবে।

ফলাফল গণনা

১১। উপরে বর্ণিত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ নম্বরধারীকে কলেজকে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ক্রমানুযায়ী অন্যান্য স্থান নির্ধারণ করা হবে। একাধিক কলেজ একই নম্বর পেলে (টাই হলে) অনুচ্ছেদ ৯ ও ১০ এ বর্ণিত ইভেন্টের ক্রমানুযায়ী টাই ব্রেক করে স্থান নির্ধারণ করা হবে। একাডেমিক ফলাফল ও সহপাঠ কার্যক্রমসহ একটি তালিকা এবং শুধু একাডেমিক ফলাফলের ভিত্তিতে একটি তালিকা তৈরী করে উভয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচন করা হবে এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানকে সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক পদক ও সনদ প্রদান করা যেতে পারে। ফলাফল গণনার সুবিধার্থে একটি ছক ক্রোড়পত্র 'খ' এ দেয়া হলো।

উপসংহার

১২। শ্রেষ্ঠ স্কুল ও কলেজ নির্বাচনের খসড়া নীতিমালাটি সেনানিবাস পাবলিক স্কুল ও কলেজ সমূহের প্রেরিত মতামত ও কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। সেনানিবাস পাবলিক স্কুল ও কলেজসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটির পরবর্তী সভায় আলোচনা করে নীতিমালাটি অনুমোদন করা যেতে পারে।

কমিটি ঃ

সভাপতি ঃ কর্নেল আবু নাসের মো. তোহা, বিএসপি, এসজিপি, এএফডব্লিউসি,পিএসসি
অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

সদস্য ঃ ক। লে. কর্নেল শরীফ আহম্মেদ, পিএসসি
অধ্যক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

খ। লে. কর্নেল মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, জি
অধ্যক্ষ, হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

গ। লে. কর্নেল নেওয়াজ খুরশীদ আহমেদ
অধ্যক্ষ, সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

ঘ। লে. কর্নেল জুবায়ের রহমান আখন্দ, এইসি

ক্রোড়পত্র 'ক'

শ্রেষ্ঠ স্কুল নির্বাচন পদ্ধতি

শ্রেষ্ঠ স্কুল নির্বাচনের জন্য নম্বর বন্টনের ছক

স্কুলের নাম ঃ .....

পরীক্ষার ফলাফলের জন্য			আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল প্রতিযোগিতার জন্য		সেনাসদর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা		জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা		আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা		বিএনসিসি/রোভার/বয়েজ স্কাউট / কাব স্কাউট/ রেঞ্জার/ গার্ল গাইডস/ হলদে পাখি/ রেড ক্রিসেন্ট		জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে অর্জন	জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অলিম্পিয়াড	ম্যাগাজিন	সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
৭০ নম্বর			০৮ নম্বর		০১ নম্বর		০৫ নম্বর		০৩ নম্বর		০৩ নম্বর		০৩ নম্বর	০৩ নম্বর	০৪ নম্বর	১০০ নম্বর	
১। পরীক্ষার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। পরীক্ষার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ৩। পরীক্ষার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	১০০ নম্বরে মোট প্রাপ্ত নম্বর	৭০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর	১। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ৩। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	মোট প্রাপ্ত নম্বর	১। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	প্রাপ্ত নম্বরের গড় (সর্বোচ্চ ১)	১। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল (সর্বোচ্চ ৫)	১। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল (সর্বোচ্চ ৩)	১। সক্রিয় সংগঠনের নাম ঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। প্রতিযোগিতার নাম ঃ প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল (সর্বোচ্চ ৩)	বিষয়ঃ পর্যায়ঃ স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	বিষয়ঃ পর্যায়ঃ স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	প্রাপ্ত নম্বরঃ		

বিঃ দ্রঃ ১। সেনাসদর কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছক পূরণ করে পাঠাতে হবে।

২। এসএসসি, জেএসসি, পিইসিই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে টেবুলেশন সীটের সত্যায়িত কপি এতদসংগে প্রেরণ করতে হবে।

৩। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফলের নম্বর পত্র/সনদের কপি বা ভিডিও ক্যাসেট এতদসংগে প্রেরণ করতে হবে।

ক্রোড়পত্র 'খ'

শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচন পদ্ধতি

শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচনের জন্য নম্বর বন্টনের ছক

কলেজের নাম ঃ .....

পরীক্ষার ফলাফলের জন্য			আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল প্রতিযোগিতার জন্য		সেনাসদর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা		জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা		আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা		বিএনসিসি/রোভার/বয়েজ স্কাউট / কাব স্কাউট/ রেঞ্জার/ গার্ল গাইডস/ হলদে পাখি/ রেড ক্রিসেন্ট		জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে অর্জন	জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অলিম্পিয়াড	ম্যাগাজিন	সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
৭০ নম্বর			০৮ নম্বর		০১ নম্বর		০৫ নম্বর		০৩ নম্বর		০৩ নম্বর		০৩ নম্বর	০৩ নম্বর	০৪ নম্বর	১০০ নম্বর	
১। পরীক্ষার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। পরীক্ষার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ৩। পরীক্ষার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	১০০ নম্বরে মোট প্রাপ্ত নম্বর	৭০ নম্বরে প্রাপ্ত নম্বর	১। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ৩। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	মোট প্রাপ্ত নম্বর	১। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	প্রাপ্ত নম্বরের গড় (সর্বোচ্চ ১)	১। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল (সর্বোচ্চ ৫)	১। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। প্রতিযোগিতার নামঃ প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল (সর্বোচ্চ ৩)	১। সক্রিয় সংগঠনের নাম ঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ ২। প্রতিযোগিতার নাম ঃ প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল (সর্বোচ্চ ৩)	বিষয়ঃ পর্যায়ঃ স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	বিষয়ঃ পর্যায়ঃ স্থানঃ প্রাপ্ত নম্বরঃ	প্রাপ্ত নম্বরঃ		

বিঃ দ্রঃ ১। সেনাসদর কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছক পূরণ করে পাঠাতে হবে।

২। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে টেবুলেশন সীটের সত্যায়িত কপি এতদসংগে প্রেরণ করতে হবে।

৩। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফলের নম্বর পত্র/সনদের কপি বা ভিডিও ক্যাসেট এতদসংগে প্রেরণ করতে হবে।